প্রথম আলো

5 MAR 2013
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

অবশেষে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ আইনের খসড়া

বিশেষ প্রতিনিধি ●

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ চালুর কমপক্ষে দুই বছর আগে মালিকপক্ষকে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোসহ হাসপাতাল তৈরির আইনি বিধান চালু করতে যাচ্ছে সরকার। কোনো ভাড়া বাড়িতে কলেজ বা হাসপাতাল স্থাপন করা যাবে না।

'বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা আইন, ২০১৩'-এর খসড়ায় এ কথা বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় খসড়াটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দিয়েছে মতামত নেওয়ার জন্য।

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বেসরকারিভাবে মেডিকেল শিক্ষা শুরু হয়। এখন সারা দেশে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ যথাক্রমে ৫৩ ও ১৪টি। অভিযোগ আছে, বেশ কিছু কলেজের নিজস্ব জায়গা ও হাসপাতাল নেই। পর্যাপ্তসংখ্যক নিয়মিত শিক্ষক নেই। প্রায়োগিক শিক্ষার জন্য তারা রোগী দেখার সুযোগ পায় না। ভর্তির সময় ইচ্ছামতো ফি নেয়। এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বর্তমান সরকারের মেয়াদেও নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে বেশ কয়েকটি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন পেয়েছে।

ওয়েবসাইটে মতামত দেওয়া যাবে

আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, ৫০ আসনের বেসরকারি মেডিকেল কলেজের জন্য মেট্রোপলিটন এলাকায় দুই একর এবং অন্য এলাকায় চার একর নিজস্ব জমি থাকতে হবে। সেই জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত কলেজের একাডেমিক ভবনে এক লাখ বর্গফুট এবং হাসপাতাল ভবনের জন্য এক লাখ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস থাকতে হবে। বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের জন্য মেট্রোপলিটন এলাকায় দেড় একর ও অন্য এলাকায় চার একর নিজস্ব জমি থাকতে হবে। ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের ফ্লোর স্পেস এক লাখ বর্গফুট হতে হবে।

খসড়া আইনে বলা হয়েছে, বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:১০। শিক্ষকদের নিয়োগ, যোগ্যতা, মেয়াদ ও অন্যান্য শর্ত নির্ধারিত হবে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের বিধিবিধান অনুযায়ী। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ হবে সার্বক্ষণিক।

সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহ-উপাচার্য ও বিশিষ্ট চিকিৎসক রশীদ-ই-মাহবুব। তিনি বলেন, বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আইনটি হলে কিছু অন্তত লাভ হবে।

মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্র জানায়, বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনার জন্য কোনো আইন নেই। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি বিধি আছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা, শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন) শাহ আবদুল লতিফ (অতি সম্প্রতি তাঁকে ওএসডি করা হয়েছে) বলেন, নীতি না মানলে কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।

কর্মকর্তারা জানান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন সময় নানা অভিযোগে একাধিক কলেজ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু বেসরকারি এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো আইন নেই বলে তারা আদালতে গিয়ে পার পাচ্ছে বারবার।

রশীদ-ই-মাহবুব বলেন, আইনের খসড়া নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা হওয়া দরকার। বেসরকারি এসব কলেজ যেন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয়, সেই সুরক্ষা আইনে থাকতে হবে।

মেডিকেলে ভর্তি-প্রক্রিয়া নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আগামী শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য পরীক্ষা হবে কি না, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়নি স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হক বলেছেন, মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে সর্বসাধারণকে জানানো হবে।

গত রোববার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সরকারের চার বছরে স্বাস্থ্য খাতের অর্জন তুলে ধরার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংবাদ ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে।

ব্রিফিংয়ের একপর্যায়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়, আগামী বছর এমবিবিএসে ভর্তি মেধার ভিত্তিতে হবে, নাকি পরীক্ষা হবে? উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব দায়িত্ব নিয়েছেন। শিগগিরই সভা ডেকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে *স্বাস্থ্যসেবায় আমাদের এগিয়ে চলা* শিরোনামের পুস্তিকা প্রকাশ করেছে মন্ত্রণালয়। রুহুল হক পুস্তিকার তথ্য সাংবাদিকদের সামনে উপস্থাপন করেন। স্বাস্থ্য খাতে ভালো কাজের স্বীকৃতি, জনবল নিয়োগ, কমিউনিটি ক্লিনিকের সফলতাসহ নানা তথ্য তুলে ধরেন তিনি।